আধুনিক ইউনানী চিকিৎসা

ডা: মোসাদ্দেক হোসেন বিশ্বাস

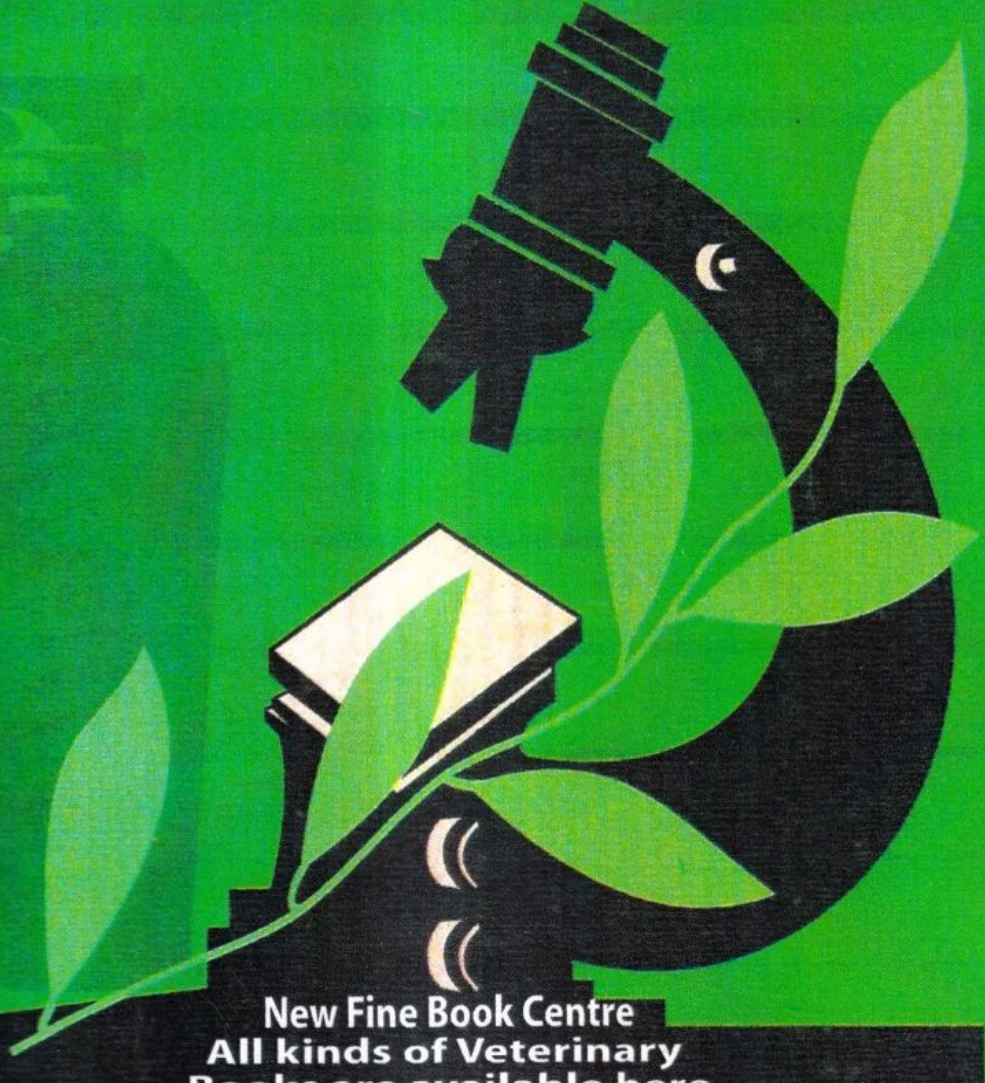

New Fine Book Centre
All kinds of Veterinary
Books are available here

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রথম ভাগ : চিকিৎসা নীতি	
১.	চিকিৎসকের যা করণীয়	৩
২.	রোগী পরীক্ষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা	৪
৩.	রোগের লক্ষণগুলির কিছু বর্ণনা	৫
৪.	শরীরের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস গতি, তাপমাত্রা ও নাড়ির গতির তালিকা	৭
৫.	প্রেসক্রিপশন লেখার পদ্ধতি	৮
৬.	ইউনানী শাস্ত্রমতে ওষুধের নাম ও পরিচিতি	১১
৭.	খাদ্যসমূহের নাম, গুণগত নাম এবং অভাবজনিত রোগের তালিকা	১৫
৮.	চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় ইউনানী, বাংলা ও ইংরেজি নাম	১৬
৯.	ভেষজ দ্রব্যসমূহের ইউনানী / হাকিমী ও বাংলা নাম এবং গুণাবলি	২২
১০.	কতকগুলি বিশেষ রোগের ওষুধ-তালিকা	৪৬
১১.	ইউনানী শাস্ত্রমতে কিছু ওষুধের নাম, উপকারিতা এবং মাত্রা	৮০
১২.	রোগসমূহের ইউনানী (হাকিমী) ও বাংলা এবং ইংরেজি নাম	১১৮
	দ্বিতীয় ভাগ : রোগ ও প্রতিকার	
১৩.	মাথাধরা, আধকপালী, মাথাঘোরা বা ঘূর্ণিরোগ	১২৫
	সর্দি ও সর্দিজ্বর	১২৭
	ইনফ্লুয়েঞ্জা	১২৮
	সাধারণ জ্বর	১২৯
	সান্নিপাতিক জ্বর বা টাইফয়ড	১৩০
	ম্যালেরিয়া জ্বর	১৩২
	রক্তে ইওসিনোফিল বৃদ্ধি	১৩৩
	কাশি	১৩৪
	হুপিংকাশি	১৩৪
	রক্তে শ্বেতকণিকা বৃদ্ধি	১৩৫
	হাঁপানি	১৩৫
	নিউমোনিয়া	১৩৯
	ব্রঙ্কাইটিস	১৪০
	আন্ত্রিক	১৪১

বিষয়	পৃষ্ঠা
উদরাময় / ডাইরিয়া	১৪২
ওলাউঠা / কলেরা	১৪৪
ক্ষুদামান্দ্য	১৪৬
অজীর্ণ	১৪৭
অম্লরোগ	১৪৮
অম্লশূল বা পেটে শূল ব্যথা	১৪৯
পেট ফাঁপা	১৫২
বমনের ইচ্ছা বা বমি	১৫৩
কোষ্ঠকাঠিন্য	১৫৩
সাদা আমাশয়	১৫৫
রক্ত আমাশয়	১৫৬
পাকস্থলীর প্রদাহ বা গ্যাসট্রাইটিস	১৫৭
অন্ত্র ও পাকাশয়ের ক্ষত বা ডিওডিনাল গ্যাসট্রিক আলসার	১৫৮
রক্তবমি	১৬০
উদরী	১৬১
পাকস্থলীর প্রসারণ	১৬২
পাকস্থলীর শীর্ণতা	১৬৪
অন্ত্রের প্রদাহ	১৬৫
প্লীহা বৃদ্ধি	১৬৬
পিত্তনালির প্রদাহ	১৬৭
পিত্তপাথুরি	১৬৭
পিত্ত প্রকোপ	১৬৯
যকৃতের প্রদাহ বা হেপাটাইটিস	১৭০
যকৃতের সিরোসিস	১৭১
শিশুদের যকৃতের সিরোসিস	১৭১
কামলা বা পাণ্ডুরোগ বা জন্ডিস	১৭২
শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ	১৭৪
মুখ দিয়ে জল ওঠা	১৭৫
মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ	১৭৭
মূত্রকৃচ্ছ্র	১৭৮
মূত্রস্থলী প্রদাহ	১৭৯
মূত্রপাথুরি	১৮১
বেরিবেরি	১৮২
রিকেটস্ রোগ	১৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
রক্তশূন্যতা	১৮৪
স্কার্ভি রোগ	১৮৫
স্নায়ুপ্রদাহ বা নিউরাইটিস	১৮৫
জিভ কালো রোগ বা পেলেগ্রা	১৮৬
শোথ	১৮৭
অনিদ্রা	১৮৮
বাতরোগ	১৮৯
গৃধ্রসী রোগ বা সায়াটিকা	১৯১
অর্শরোগ	১৯২
ভগন্দর	১৯৩
জিহ্বা প্রদাহ	১৯৪
উপদংশ বা সিফিলিস	১৯৫
প্রমেহ বা গনোরিয়া	১৯৮
রক্তদুষ্টি বা চর্মরোগ	২০০
কুষ্ঠরোগ	২০২
শ্বেতিরোগ	২০৪
মেচেতা	২০৬
উন্মাদ রোগ	২০৭
স্মৃতিশক্তিহীনতা	২০৯
বহুমূত্র রোগ বা ডায়াবেটিস	২১০
পক্ষাঘাত বা প্যার‍্যালিসিস	২১৩
স্নায়বিক দুর্বলতা	২১৫
ফাইলেরিয়াসিস	২১৬
স্বরভঙ্গ	২১৭
গলায় ব্যথা	২১৯
গণ্ডমালা	২২০
গলগণ্ড	২২১
গলগ্রন্থির প্রদাহ বা টনসিলাইটিস	২২২
তোতলা বা তোতলামি	২২৩
মেদরোগ	২২৫
কৃমি রোগ	২২৭
হুক-ওয়ার্ম	২২৯
হৃৎস্পন্দন	২৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা
হৃৎশূল	২৩১
নিম্ন রক্তচাপ	২৩২
উচ্চ রক্তচাপ	২৩৩
মৃগী রোগ	২৩৫
হিক্কা রোগ	২৩৭
আমবাত / এলার্জি	২৩৮
গাত্রদাহ	২৩৯
অতি উত্তেজনা	২৪১
স্বপ্নদোষ	২৪২
শুক্রমেহ	২৪৪
ধাতুদৌর্বল্য	২৪৫
ধ্বজভঙ্গ	২৪৬
প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব	২৪৯
বাধক বেদনা	২৫১
ঋতু চলাকালে ঋতুতে বিলম্ব	২৫৩
অনিয়মিত ঋতু	২৫
অন্তর্বর্তীকালীন রক্তস্রাব	২৫৬
দীর্ঘকালীন রজঃস্রাব	২৫৭
অতিরজঃ	২৫৯
ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব	২৬০
গোপন রজঃস্রাব	২৬১
রজঃরোধ	২৬২
বন্ধ্যাত্ব	২৬৪
কামশীতলতা	২৬৭
গর্ভপাত	২৬৮
সংকুচিত যোনি ও যৌন মিলনে কষ্ট	২৬৯
নারীর যৌন মিলনে কষ্ট	২৭০
সূতিকা রোগ	২৭০
ফুসকুড়ি	২৭২
চর্মে দাগ	২৭৩
মূর্ছা	২৭৪
মুখে বয়োব্রণ	২৭৫
উকুন	২৭৬
রাতকানা	২৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
চোখের তারামণ্ডলে প্রদাহ	২৭৮
ধূসরময় ঝাপসা দৃষ্টি (গ্লকোমা)	২৭৯
চোখের ছানি	২৮০
কর্নিয়ার ক্ষত	২৮১
অঞ্জনী	২৮২
চোখে প্রদাহ বা চোখ ওঠা	২৮৩
কর্ণশূল	২৮৪
কর্ণমূল প্রদাহ বা মাম্পস	২৮৬
নাক দিয়ে রক্তপাত	২৮৭
নাসিকা প্রদাহ	২৮৮
হিস্টিরিয়া	২৮৯
রক্তপ্রদর বা রক্তস্রাব	২৯১
শ্বেতপ্রদর বা সাদাস্রাব	২৯২
হাজা	২৯৪
চুলকানি ও পাঁচড়া	২৯৪
দাদ	২৯৫
একজিমা	২৯৬
ফোড়া	২৯৮
মদাত্যয়	২৯৯
সর্প ও সর্পদংশন	৩০০
ক্যানসার	৩০২
ধূমপানজনিত রোগ	৩০৫
এইডস	৩০৬

তৃতীয় ভাগ : ওষুধ : ওজন : খাদ্য

১৪.	ইউনানী ওষুধ তৈরির নিয়ম	৩১১
১৫.	উপাদান বা দ্রব্য শোধনের নিয়মাবলি	৩১৩
১৬.	ইউনানী ওষুধ সংরক্ষণের জন্য পচন-রোধক রাসায়নিক দ্রব্য	৩১৪
১৭.	প্রাচীন ও আধুনিক ওজন / মাপের (প্রায়) সমতুল তালিকা	৩১৫
১৮.	খাদ্যদ্রব্যের উপাদান-সামগ্রী	৩১৮
১৯.	চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি	৩২১
২০.	স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের ওজন	৩২৫

	বিষয়	*পৃষ্ঠা*
২১.	পরিশিষ্ট	৩২৬
	(ক) উপমহাদেশের ইউনানী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩২৬
	(খ) ভারত এবং বাংলাদেশের কিছু ওষুধ-কোম্পানির নাম ও ঠিকানা	৩২৮
	(গ) ইউনানী ওষুধ প্রাপ্তিস্থানের ঠিকানা	৩৩১
	(ঘ) গাছ-গাছড়া, ধাতু-ভস্মাদি দ্রব্য প্রাপ্তিস্থানের ঠিকানা (পশ্চিমবঙ্গ)	৩৩৩
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৩৩৫

এক

চিকিৎসকের যা করণীয়

▲ সাবধানতা :

রোগীর লক্ষণ, নাড়ির লক্ষণ এবং কারণ থেকে সঠিক রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করা প্রয়োজন :

(১) রোগ চিকিৎসার পাশাপাশি কারণের চিকিৎসাও করতে হবে।

(২) ওষুধের সাথে সাথে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি দিতে হবে।

(৩) রোগের প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে। সেবন ও ব্যবহারবিধি উল্লেখ করতে হবে।

(৪) রোগীর সেবা বা পরিচর্যা বিষয়ে রোগীকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

(৫) রোগীর অবস্থা কঠিন বা রোগ মারাত্মক তা বুঝতে পারলে উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে পাঠাতে হবে।

(৬) রোগের অবস্থা বুঝে বা রোগটি বুঝে কোন্ চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্বারা সারানো সম্ভব সে সম্বন্ধে রোগীকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে হবে।

(৭) ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থায় :
পাউডার, ক্যাপসুল, বড়ি, হালুয়া, শরবত, তেল, মলম প্রভৃতি নানাভাবে ব্যবস্থা করা হয়।
এছাড়া ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থায় :
"ইনজেকশন"-এর ব্যবস্থা নেই।

(৮) কোম্পানির তৈরি ওষুধ ছাড়াও দেশীয় গাছ-গাছড়া দিয়ে ওষুধ প্রস্তুত করে চিকিৎসা করা যায়।

(৯) রোগীর চিকিৎসার জন্য :
ইউনানী চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন কোম্পানি আধুনিক পদ্ধতিতে নানা ধরনের রোগের ওষুধ বের করছেন — তার খোঁজ চিকিৎসককে রাখতে হবে।

(১০) ইউনানী চিকিৎসায় — রোগীর আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা বুঝতে পারলে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

(১১) ইউনানী চিকিৎসায় — ভুল ওষুধ প্রয়োগে বা বেশি পরিমাণ ওষুধ সেবনে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

কিন্তু তাহলেও ভুল ওষুধ বা বেশি মাত্রায় ওষুধ কখনো ব্যবহার করা ঠিক হবে না।
অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করে দেখতে হবে।
প্রয়োজনে ধীরে ধীরে মাত্রা বাড়াতে হবে।
অবশ্যই যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়।

দুই

রোগী পরীক্ষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা

▲ প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র লেখার সময় নীচের বিষয়গুলির ওপর নজর দিতে হবে :

(১) প্রথমে রোগীর নাম, বয়স, পুরুষ/নারী লিখতে হবে।

(২) আগ্রহ সহকারে নাড়ির গতি, শরীরের তাপমাত্রা থার্মোমিটার দিয়ে দেখতে হবে। জিভ, বক্ষস্পন্দন প্রভৃতির অবস্থা ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

(৩) কবে থেকে রোগী রোগে আক্রান্ত হয়েছে তা জানতে হবে। লিখতে হবে।

(৪) রোগীর লক্ষণগুলি কী কী — তা জানতে হবে।

লক্ষণগুলির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক বা কষ্টকর লক্ষণের ওষুধ নির্বাচন করতে হবে। যেমন : একটি রোগী চেম্বারে এসেছেন পেটে হাত দিয়ে যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় — চিকিৎসকের এক্ষেত্রে প্রাথমিক এবং কষ্টকর বড়ো লক্ষণ পেটে যন্ত্রণার জন্য ওষুধ নির্বাচন করা এবং কী কারণে পেটে যন্ত্রণা, সেই কারণ অনুসন্ধান ও রোগ নির্বাচন করে — প্রয়োজনে এক বা একাধিক ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে।

তিন

রোগের লক্ষণগুলির কিছু বর্ণনা

❑ মুখমণ্ডল ❑

(১) মুখমণ্ডলে রক্তিম বা লাল বর্ণ এবং উত্তাপ প্রকাশ পেলে "জ্বর" নির্দেশ করে।
(২) মুখমণ্ডলে দাগ, ব্রণ প্রভৃতি প্রকাশে যকৃত দোষ, পাকস্থলী দোষ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা নির্দেশ করে।
(৩) মুখমণ্ডলে সংকুচিত ও বিষণ্ণতা প্রকাশে যে কোন রোগের বহিঃপ্রকাশ বা মানসিক চিন্তাগ্রস্ততা নির্দেশ করে।
(৪) মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে, খসখসে প্রকাশে 'রক্তশূন্যতা" নির্দেশ করে।

❑ গায়ের চর্ম ❑

(১) গায়ের চর্ম খসখসে, শুকনো, কর্কশ, ফুস্কুড়ি, ব্রণ, চুলকানি, দাদ, হাজা, একজিমা ইত্যাদিতে "রক্তদোষ" প্রকাশ পায়।
(২) গায়ের চর্ম গরম অনুভব হলে "জ্বর" নির্দেশ করে।

❑ জিভ ❑

(১) জিভ ফ্যাকাশে হলে রক্তশূন্যতা নির্দেশ করে।
(২) জিভ সাদা কোটিংযুক্ত লালচে প্রকাশে টাইফয়েড বা প্যারা-টাইফয়েড নির্দেশ করে।
(৩) জিভের রং কালচে প্রকাশে যকৃতের দোষ নির্দেশ করে।
(৪) জিভের রং হলুদ প্রকাশে পিত্তদোষ বা জন্ডিস নির্দেশ করে।
(৫) জিভ শুষ্ক হলে শরীরে জলীয় অংশ কম নির্দেশ করে।
(৬) জিভে ঘা বা ক্ষত প্রকাশে পরিপাক যন্ত্রের দোষ বা ভিটামিন 'বি'-এর অভাব নির্দেশ করে।

❑ ঘাম ❑

(১) ঘাম যদি নির্দিষ্ট স্থানে প্রকাশ পায় তবে স্নায়বিক দুর্বলতা নির্দেশ করে।
(২) ঘাম অধিক হলে — হাইপ্রেশার বা লো-প্রেশার, চিন্তামগ্নতা এবং স্নায়ুর দুর্বলতা নির্দেশ করে।

❑ মল ❑

(১) মল কাদার মতো হলে যকৃতের দোষ নির্দেশ করে।
(২) মল হলুদ হলে পিত্তের দোষ নির্দেশ করে।
(৩) মল সবুজ হলে অম্লদোষ নির্দেশ করে।
(৪) মল রক্তমিশ্রিত হলে রক্ত-আমাশয় নির্দেশ করে।
(৫) মল শক্ত গুটলি-গুটলি এবং মাত্রায় খুবই অল্প ও মল বের হতে কষ্ট হলে কোষ্ঠবদ্ধতা নির্দেশ করে।
(৬) মল সাদা শ্লেষ্মাযুক্ত হলে সাদা আমাশয় নির্দেশ করে।
(৭) মল চালধোয়া জলের মতো হলে ওলাউঠা বা কলেরা নির্দেশ করে।
(৮) মল তরল এবং অধিকবার ও সেইসঙ্গে বমনভাব বা বমি এবং অক্ষুধা হলে উদরাময় নির্দেশ করে।

❑ বমি ❑

(১) পরিপাক যন্ত্রের গোলমালে, পিত্তদোষে, বেশি রক্তপাতে বমি হয়ে থাকে।
(২) বমি রোগ নয়, রোগের লক্ষণমাত্র।

❑ যন্ত্রণা বা ব্যথা-বেদনা ❑

(১) গাঁটে-গাঁটে, কোমরে ব্যথা বা যন্ত্রণা হলে গেঁটে বাত, কটিবাত, বাত নির্দেশ করে।
(২) বুকের বাম দিকে ও বাম বাহুতে ব্যথা হলে হৃৎপিণ্ডের রোগ নির্দেশ করে।
(৩) পেটের ভেতরের ডানদিকে তলপেটে ব্যথা-বেদনা হলে—অ্যাপেনডিসাইটিস্ বা উপাঙ্গ-প্রদাহ রোগ নির্দেশ করে।
(৪) খালিপেটে ব্যথা-বেদনা হলে (খেলে বেদনা কমে যায়) ডিউঅডিনাল আলসার রোগ নির্দেশ করে।
(৫) খাবার পর ব্যথা-বেদনা বৃদ্ধি হলে (খালি পেটে ব্যথা-বেদনা কম থাকে) গ্যাস্ট্রিক আলসার রোগ নির্দেশ করে।

❑ প্রস্রাব ❑

(১) প্রস্রাবের রং হলুদ হলে যকৃত দোষ নির্দেশ করে।
(২) প্রস্রাব ঘন-ঘন হলে বহুমূত্র রোগ নির্দেশ করে।
(৩) প্রস্রাব ঘোলাটে হলে ক্রিমিদোষ নির্দেশ করে।
(৪) প্রস্রাবে সুগার থাকলে ডায়াবেটিস রোগ নির্দেশ করে।
(৫) প্রস্রাব আঠালো হলে—ধাতুদৌর্বল্য বা বীর্য তারল্য দোষ নির্দেশ করে।
(৬) প্রস্রাব কষ্টকর এবং ফোঁটাফোঁটা হলে কিডনির দোষ নির্দেশ করে।
(৭) প্রস্রাবে রক্ত নির্গত হলে—ভিতরের কোন অংশের আঘাত বা অন্য কারণ থেকে হতে পারে।

❑ নাড়ি ❑

(১) বেশি পরিশ্রম করলে নাড়ির গতি বৃদ্ধি পায়।
(২) হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা হলে নাড়ির গতি বৃদ্ধি পায়।
(৩) জ্বরে নাড়ির গতি বৃদ্ধি পায়।
(৪) বুকে শ্লেষ্মা জমে থাকলে নাড়ির গতি বৃদ্ধি পায়।
(৫) অন্যান্য কারণেও নাড়ির গতি বৃদ্ধি পায়।

❑ শ্বাস-প্রশ্বাস ❑

(১) বেশি পরিশ্রম করলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি পায়।
(২) ফুসফুসের রোগে শ্বাস-প্রশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
(৩) বুকে শ্লেষ্মা জমে থাকলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি পায়।
(৪) জ্বরে শ্বাস-প্রশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
(৫) উত্তেজনার কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
(৬) অন্যান্য কারণেও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি পায়।

❑ বক্ষ ❑

(১) বক্ষ যদি ঢপ্‌ঢপ্ শব্দ করে তবে অসুস্থতা নির্দেশ করে।
(২) বক্ষ যদি ঢব্‌ঢব্ শব্দ করে তবে হাঁপানি রোগ ও বুকে বাতাস প্রবেশ নির্দেশ করে।
(৩) প্লুরিসিতে জল জমার কারণে কিছু অংশে স্বাভাবিক শব্দ ও কিছু অংশে ক্ষীণ শব্দ পাওয়া যায়; খসখস শব্দও হয়।
(৪) বুকে শ্লেষ্মা বেশি থাকলে ঘড়ঘড় শব্দ পাওয়া যায়। ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া — অর্থাৎ ফুসফুসের প্রদাহ — রোগ নির্দেশ করে।
(৫) বুকে লাব-ডাব, লাব-ডাব স্বাভাবিক শব্দের পরিবর্তে যদি অন্য বিকৃত শব্দ শোনা যায়, তবে হার্টের রোগ নির্দেশ করে।
(৬) আরো অন্যান্য কারণে বা রোগের জন্য বুকের শব্দ পরিবর্তন হতে পারে।

চার

শরীরের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস গতি, তাপমাত্রা ও নাড়ির গতির তালিকা

❑ স্বাভাবিক নাড়ির গতি ❑

বয়স	নাড়ির গতি	
জন্মকাল থেকে ১ বৎসর পর্যন্ত	প্রতি মিনিটে	১২০-১৪০ বার
২ থেকে ৫ বৎসর	” ”	৯০-১১৫ ”
৬ ” ১৫ ”	” ”	৮০-৯০ ”
১৬ ” ৫০ ”	” ”	৭২-৮০ ”
৫১ ” ৬৫ ”	” ”	৬৫-৭০ ”
বৃদ্ধ বয়সে	” ”	৫৫-৬০ ”

❑ স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস গতি ❑

বয়স	শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি
জন্মকাল থেকে ১ বৎসর	প্রতি মিনিটে ৩০ বার
২ থেকে ৫ বৎসর	” ” ২০-২৫ ”
৬ ” ৪৫ ”	” ” ১৮-২০ ”
৪৬ ” বৃদ্ধ বয়সে	” ” ১৫-১৮ ”

❑ স্বাভাবিক শরীরের তাপমাত্রা ❑

স্থান	ফারেনহাইট	সেন্টিগ্রেড
জিভের নীচে	৯৮·৪	৩৬°৯
বগলে	৯৭·৪	৩৬°৩
মলদ্বারে	৯৯·৪	৩৭°৪

পাঁচ

প্রেসক্রিপশন লেখার পদ্ধতি

উদাহরণ :

গেঁটে বাতের একটি রোগী চিকিৎসকের কাছে যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় শরণাপন্ন হয়েছেন। তখন প্রেসক্রিপশন লেখার পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে :

প্রথমে রোগীর নাম, বয়স ও লিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রী/পুরুষ লিখতে হবে।

দেশীয় গাছ-গাছড়ার ওপর প্রেসক্রিপশন দেওয়া হল :

বাত ও সায়েটিকার যন্ত্রণার জন্য :

১।	**বেখ পিপলী** (পিপুল মূল)	৫ গ্রাম
	চোবচিনী (তোপচিনি)	১০ গ্রাম
	শোঁঠ (শুণ্ঠি/শুকনো আদা)	১০ গ্রাম
	জিরা সিয়াহ (কালজিরা)	১০ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী : (সফুফ, চূর্ণ বা পাউডার) উপরোক্ত চারটি উপাদান আলাদা আলাদা বা একত্রে শুকনো দ্রব্য হামানদিস্তায় চূর্ণ করে চেলে নিতে হবে।

সেবনবিধি : ৩-৫ গ্রাম করে দিনে ৩-৪ বার উষ্ণ দুধ বা উষ্ণ জল সহ সেব্য।

সঙ্গে রক্ত পরিষ্কারের জন্য :

২।	**জোশাঁ খুশক্ হলদি** (সিদ্ধ শুকনো হলদি/হরিদ্রা)	২৫ গ্রাম
	সন্দল সুরখ (রক্তচন্দন)	২৫ গ্রাম
	বেখ মাজিথ (মঞ্জিষ্ঠা শিকড়)	২৫ গ্রাম
	চিরায়তা (চিরতা)	২৫ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী : (মাজুন) মোদক-বিশেষ। উপরোক্ত চারটি দ্রব্য সফুফ বা চূর্ণ ক'রে, চূর্ণের ৩ গুণ চিনির শেরার সাথে মিশিয়ে নিলে "মাজুন" প্রস্তুত হবে। তৈরি ওষুধ কাচের পাত্রে রেখে দিতে হবে।

সেবনবিধি : ৩-৫ গ্রাম করে দিনে ৩-৪ বার দুধ বা জলসহ সেব্য।

সঙ্গে শরীরের গাঁটে-গাঁটে জমাট বাঁধা ইউরিক অ্যাসিড বের করার জন্য :

৩।	**তবাশীর** (বংশলোচন)	২৫ গ্রাম
	ইন্দ্রজৌ (ইন্দ্রযব)	২৫ গ্রাম
	কুঠ শিরিন (মিষ্টি কুড়)	২৫ গ্রাম
	সুরঞ্জন শিরিন (মিষ্টি সুরঞ্জন)	২৫ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী : সফুফ (চূর্ণ)। উপরোক্ত চারটি দ্রব্য হামানদিস্তায় চূর্ণ করে চেলে নিতে হবে।

সেবনবিধি : ৩-৫ গ্রাম করে দিনে ৩-৪ বার উষ্ণ দুধ বা জলসহ সেব্য।

সঙ্গে প্রয়োজনে ব্যথা-বেদনা স্থানে মালিশের জন্য দিতে হবে :

৪। **রেড়ীর তেল** — ব্যথা স্থানে মালিশ দিনে ৩-৪ বার, অথবা

অহিফেন (ওপিয়ম মাদার) *হোমিও ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়। **আহিফেন** ১ ড্রাম ও **তিলের তেল** ২ আউন্স বা **নারকেল তেল** একসাথে মিশিয়ে ব্যথা স্থানে মালিশ। দিনে ৩-৪ বার।

আনুষঙ্গিক নিয়ম :

* ঠাণ্ডা লাগানো, বৃষ্টিতে ভেজা এবং ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।
* নিয়মিত প্রতিদিন সকালে পনেরো মিনিট থেকে আধঘণ্টা চলাফেরা করতে হবে।
* সব সময় গরম খাবার খেতে হবে।

চিকিৎসকের স্বাক্ষর

_____

তারিখ

_____

অথবা — কোম্পানির তৈরি ওষুধের ওপর প্রেসক্রিপশন।

• বাত ও সায়েটিকার যন্ত্রণার জন্য •

1) **Aujai Capsule** (ঔজাই ক্যাপসুল) (হামদর্দ) ১টি করে দিনে ২-৩ বার এক কাপ উষ্ণ দুধসহ বা উষ্ণ জলসহ সেব্য। খাবার পরে।
অথবা — Majun Auja (মাজুন ঔজা) (হামদর্দ) ৩ গ্রাম করে দিনে ২-৩ বার এক কাপ উষ্ণ দুধ বা উষ্ণ জলসহ সেব্য। খাবার পরে।

• রক্ত পরিষ্কারের জন্য •

2) **Majun Chobchini Banskha Kalan**
(মাজুন চোবচিনি বনস্‌খা কলাঁ)
৩ গ্রাম করে দিনে ৩ বার এক কাপ উষ্ণ দুধ বা উষ্ণ জলসহ সেব্য। খাবার আগে।
অথবা — Safi Syrup (সাফি সিরাপ) (হামদর্দ)
২-৩ চা-চামচ করে দিনে ৩ বার এক কাপ উষ্ণ দুধে মিশিয়ে সেব্য। খাবার আগে।
সঙ্গে শরীরের ইউরিক অ্যাসিড বের করে দেওয়ার জন্য—

3) **Majun Suranjan** (মাজুন সুরঞ্জন)
৩ গ্রাম করে দিনে ৩ বার এক কাপ উষ্ণ দুধসহ সেব্য। খাবার আগে।
অথবা — Habbe Suranjan (হাববে সুরঞ্জন) ১-২টি করে বড়ি দিনে ৩-৪ বার উষ্ণ জলসহ সেব্য। খাবার আগে।
* প্রয়োজনে ব্যথা-স্থানে মালিশের জন্য দেওয়া যায়।

4) **Roghan Surkh** (রোগন সুর্খ) (হামদর্দ) প্রয়োজনমতো ওষুধ আক্রান্ত স্থানে মালিশ। (ওষুধ আগুনে সামান্য গরম করে নিতে হবে) দিনে ৩-৪ বার।
আনুষঙ্গিক নিয়ম :
* ঠাণ্ডা লাগানো, বৃষ্টিতে ভেজা এবং ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।
* নিয়মিত প্রতিদিন সকালে পনেরো মিনিট থেকে আধঘণ্টা চলাফেরা করতে হবে।
* খাবার সব সময় গরম খেতে হবে।

চিকিৎসকের স্বাক্ষর

_____

তারিখ

_____